'এক'-এর মন্ত্র স্মরণে থাকলে সবার মধ্যে 'এক' দৃশ্যমান হবেন
টিচারদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কার

আজ বাপদাদা বাচ্চাদের সংগঠনে এসেছেন তাদের স্নেহের, সহযোগের এবং পরিবর্তনে দৃঢ় সংকল্পের সৌরভ নিতে । বাচ্চাদের খুশিতেই বাপদাদা খুশি । বাচ্চারা, সদা তোমাদের এই অবিনাশী খুশি এবং অবিনাশী এই সৌরভ সঙ্গে রাখার সংকল্প করেছ, তাই না ! স্থাপনার শুরুর দিকে একে অপরকে কি লিখতে আর কি বলতে মনে আছে ? কোন শব্দ লিখতে ? "প্রিয় আদিরূপ আত্মা" । নিজেকে এবং অন্যকে আত্ম-অভিমানী করার এবং করানোর এটাই সহজ পন্থা । তোমরা নাম- রূপ এইসব দেখতে না । মনে আছে তোমাদের অভ্যাসের সেই দিনগুলো ! কত ন্যাচারাল ছিলো সেই রূপ ! তোমাদের কোনো মেহনত করতে হয়েছে ? প্রারম্ভিক সময়ের এই শব্দের গভীর মর্মার্থ অভ্যাসে রাখলে নিজে থেকেই স্মৃতিস্বরূপ হয়ে যাবে । 'এক'-এর মন্ত্র হলো - এক বাবা, এক ঘর, একমত্, একরস, এক রাজ্য, এক ধর্ম, এক নাম- আত্মা, এক রূপ । একের মন্ত্র নিরন্তর স্মরণে থাকলে কি হবে ? সবার মধ্যে 'এক' দৃশ্যমান হবেন । এটা সহজ, তাই না ! যখন তোমাদের মধ্যে 'এক' সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবেন, তখন যে গান তোমরা গাও "আমার তো আছেন এক বাবা" ...সেটা নিজে থেকেই হবে । এইরকমই সংকল্প করেছ, তাই তো !

বাপদাদা শুধু নয়ন মিলন করতে এসেছেন । বাচ্চারা ডেকেছে তিনি এসেছেন । বাচ্চারা, বাবা তোমাদের স্নেহের রেসপন্স দিয়েছেন । তোমরা যা চেয়েছ তাই হয়েছে, তাই না ! তোমরা সন্দেশে বাবাকে কয়েক মুহূর্তের জন্যে হলেও আসতে বলেছ । সবার সন্দেশ বাবার কাছে পৌঁছে গেছে ! তোমরা সংকল্প করতেই বাপদাদা সেটা শুনেছেন । শব্দে আসার আগেই এটা বাপদাদার কাছে পৌঁছেছে ।

(জয়ন্তী বোনের দিকে তাকিয়ে বাবা বললেন) : বিদেশ থেকে আসা কি সংকেত দেয় ? যখন হৃদয় দূরে নয় তো দেশও দূরে নয় ! হৃদয় অনেক কাছে, এই কারণে একে অন্যের কাছে থাকার এটাও একটা প্রমাণ । তোমরা একে অন্যের সাথে হওয়ার প্র্যাকটিক্যাল রূপ দেখাচ্ছ । এটা অতি প্রিয় বাচ্চাদের অমূল্য হওয়ার লক্ষণ । যারা অনবরত গভীর অনুভূতি এবং প্রবল আগ্রহ প্রত্যক্ষ প্রমাণের সাথে বাড়িয়ে যাচ্ছে তাদের অর্থাত্ নিমিত্ত হওয়া বিশেষ আত্মাদের বাপদাদা অভিনন্দন জানাচ্ছেন । বাবা শুধু তোমাদেরই দেখছেন তা'নয়, যাদের মন এখানে দেহ ওখানে তাদেরও দেখছেন । বাপদাদা এই সংগঠনে সব বাচ্চাদের দেখছেন । যদিও তারা বাবার স্মরণ তাদের কাছে পৌঁছেই যায়, তবুও সব বাচ্চাদের দেখে, যারা স্নেহ-সূত্রের বন্ধনে বেঁধে সদা নিকটে থাকে সেইসব বাচ্চাদের বাপদাদা বিশেষ স্মরণ-স্নেহ বর্ষণ করছেন । এমনিতে বাচ্চারা সাকাররূপে দেশে না থাকলেও কিন্তু তাদের হৃদয় এখানে আছে । বাপদাদা তাদেরও বিশেষ স্নেহ এবং স্মৃতিশক্তির বর্ষণ করছেন । আচ্ছা ।

নির্বৈর ভাইয়ের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কারঃ
এই বাচ্চাও বিদেশ যাচ্ছে । তুমি এভার রেডি হয়েছ, তাই না ! একেই বলা হয়ে থাকে মিষ্টি ড্রামা । তোমরা তিন বিন্দুর তিলক উপহার পেয়েছ, ড্রামা অনুসারে যে মুহূর্তে তোমরা সংকল্প করেছ, তিন বিন্দুর তিলক আবার সংযোজিত হয়েছে । তিলক সংযুক্ত আছে আবারও সংযুক্ত হচ্ছে । এই অবিনাশী

তিলক অবিরামভাবে তোমাদের ললাটে লেগে আছে, তাই না ! তিন বিন্দুই একসাথে। সূক্ষ্মবতনে বাপদাদা আগেই এই তিলক দিয়ে তোমাদের স্বাগত জানিয়েছেন। ঠিক আছে ? বিশেষ কোন স্বরূপের দ্বারা সন্দেশ দিতে যাচ্ছ ? কোন্ পাঠ তুমি বিশেষভাবে সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেবে ?

"সদা প্রবল আগ্রহে এবং গভীর অনুভূতিতে উড়তে থাকো" -এই বিশেষ পাঠ তোমার অনুভব দ্বারা পড়াও। অনুভব দ্বারা পাঠ পড়লে এটা অবিনাশী পাঠ হয়ে যায়। বিশেষ নতুনত্ব এটাই হোক, অনুভবে থেকে অন্যকে একই অনুভব করানো। শব্দে বা ভাষায় পড়া অনেকদিন ধরে চলেছে। এখন সবার এই পড়া আবশ্যক। এই বিধির দ্বারা সবাইকে উড়তি কলায় নিয়ে যাও, কারণ সব অথরিটি থেকে অনুভবই সবচেয়ে বড় অথরিটি। যাদের অনুভবের অথরিটি আছে তাদের অন্য কোনো অথরিটি আক্রমণ করতে পারেনা। মায়ার অথরিটি তাদের উপর কাজ করেনা। সুতরাং, চতুর্দিকে চক্কর লাগাতে এই বিধি তোমাদের স্মৃতিতে বিশেষভাবে রেখো। তাহলে এটাই নতুনত্ব হয়ে যাবে, তাই না ! কারণ, যখনই কেউ কোথাও যায় তখন সবাইই কিছু নতুনত্ব আশা করে। বলা এবং নিজে স্বরূপ হয়ে অন্যকে স্বরূপ বানানো, দুটোই একইসঙ্গে সাথে সাথে হতে হবে। এইরকমই তো তোমাদের বেশী পছন্দ, তাই না ? ড্রামা অনুসারে এই সময় যা কিছু নির্ধারিত হয়ে আছে সেটাই সেবার উপযুক্ত সময় মনে করো। তোমাদের অন্যান্য সংকল্প সমাপ্ত হয়ে গেছে, তাই তো ! তোমাদের এভার রেডি হয়ে এক সেকেণ্ডের সব প্রস্তুতি হয়ে গেছে, তাই না ! সেখানে সব স্থূল সাধন আছে। সেইসব সাধন তৈরি করা। কিছু থেকে গেলেও সেটা কোন বড় কথা নয়। এমনকি দুটো ড্রেসেও এখান থেকে চলে যাও তো কোন ব্যাপার নয়; সেখানে রেডিমেড পেতে পারো। তোমাদের সূক্ষ্ম প্রস্তুতি তো হয়ে গেছে, তাই না ? স্থূল প্রস্তুতি কোন বড় ব্যাপার নয়।

তাদের আনন্দ-সংবাদ দাও। তারা চায় না বিনাশ হোক। তারা মনে করে এই দুনিয়ার স্থাপনাই থাক। বিনাশের ভয় কেন ? কারণ তারা ভাবে তাদের দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে, তাই তারা ভীত। কিন্তু নতুন দুনিয়া তো আবারও আসছে। তোমাদের সংকল্পের শুভ সংবাদ যেন তারা পেয়ে যায়, তোমাদের সংকল্পে দুনিয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ভালোর থেকেও আরও ভালো হচ্ছে; তোমাদের এই সংকল্প আগেই বিশ্ব রচয়িতা বাবার কাছে পৌঁছে গেছে। বিশ্বের মালিক বিশ্বে শান্তি স্থাপনার কাজ করাচ্ছেন। তোমাদের সকলের ইচ্ছে এক বিশ্ব হোক, যেখানে স্নেহ ভালোবাসা থাকবে, কোনো লড়াই ঝগড়া থাকবেনা। এখন সময় এসেছে, তোমরা অর্থাত্ সব আত্মাদের ইচ্ছে পূরণ হওয়ার। যাই হোক, কিভাবে হবে, শুধুমাত্র সেটাই তোমাদের এখন বুঝতে হবে। যখন বিধি যথার্থ তখন সিদ্ধিও হবে। তোমরা সফল হবে, কিন্তু কিভাবে তোমরা অভীষ্ট সাধন করবে, তা' তোমরা জানোনা। কনফারেন্সের রেজাল্ট তোমরা আগেই দেখেছ, কিন্তু মন থেকে সেই সংকল্প যায়না। যদি লড়াই-ঝগড়ার বীজ নির্মূল হয়ে যেত তবে আর অস্ত্রশস্ত্র সহজপ্রাপ্য হলেও তাদের কখনও ব্যবহার করতে হতনা, কারণ অস্ত্রের কারণে ক্ষতি হয়না, ক্ষতি হয় ক্রোধের কারণে, ক্রোধই বীজ। সুতরাং, বিধিপূর্বক বীজকেই যদি শেষ করে দেওয়া যায় তবে সাফল্য অনিবার্য, লড়াই-ঝগড়ার বীজ শেষ হয়ে যাবে। সব আত্মাদের ইচ্ছা পূরণের সময় এসেছে এখন। সময় সবার বুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করছে। গুপ্ত কার্য যা চলছে তা' সবাইকে তার নিজের দিকে টানছে, কিন্তু তারা জানেনা কেন তাদের সেই সংকল্প আসছে ! নিজেরা সংকল্প তৈরি করেও সেইসব ইউজ না করার সংকল্প কেন চলছে ? স্থাপনার কার্য তাদের প্রেরণা দিচ্ছে, কিন্তু তারা সেটা জানেনা। এটা তোমরা নিজেরা জানো যে পরিবর্তনের কার্যে বিনাশ ছাড়া স্থাপনা হতে পারবেনা। এটা তাদেরও ভাবনা, তাই না ! তাদের ভাবনাগুলো সহানুভূতির চোখে

দেখে তাদের আনন্দ সংবাদ দাও । যে বিধি তোমরা তাদের শোনাবে তা' হলো শান্তির সাগর দ্বারাই একমাত্র শান্তি স্থাপনা হতে পারে । আমরা সবাই এক । কিসের ভিত্তিতে ব্রাদারহুডের ভাবনা তৈরি হবে ? যাতে তাদের মনে এইরকম ভাবনা না আসে, আর না মেহনত করতে হয় । তারা হাতিয়ার ইউজ করবে কিনা এই ভাবনা সমাপ্ত হলে ব্রাদারহুড হবে । যখন ব্রাদারহুড হয়ে যায়, যাই ঘটুক না কেন বাবা থাকবেনই । খুশির খবরের রূপে তাদের সবকিছু শোনাও । তাদের শান্তির পাঠ পড়তে হবে । (শান্তির বিধিতে অশান্তি শেষ হবে) । কিন্তু শান্তি কিভাবে আসতে পারে ? তার জন্য মন্ত্র দিতে হবে । তোমরা শান্তির পাঠ পড়াও, তাই না ! আমি শান্ত, ঘর শান্ত, বাবা শান্তির সাগর এবং তোমাদের ধর্মও শান্ত । তাহলে তাদের এই পাঠ পড়াও । শান্তির পাঠ, একমাত্র শান্তি ! কয়েক মূহুর্তের জন্য অনুভব তো করবে, তাই না ! দু'এক মূহুর্তের জন্যও যদি তাদের ডেড সাইলেন্সের অনুভূতি হয়ে যায় তবে তারা তোমাকে বারবার থ্যাংকস দেবে । কারণ তারা চরম দুর্দশাগ্রস্ত, তোমাকেই ভগবান মনে করতে শুরু করবে । যার বুদ্ধি যত বেশী হয়রানিও ততবেশী । এইরকম দুর্দশাগ্রস্ত আত্মাদের যদি একমুঠোও প্রাপ্তি হয় তবে সেটাই তাদের জীবনের বরদান হয়ে যায় । কেউ সুযোগ পেলে, কথা বলতে বলতে তাদের শান্তিতে নিয়ে যায় । যদি এক সেকেণ্ডের অনুভূতিতেও তাদের নিয়ে যাও তবে তারা অনেক অনেক থ্যাংকস দেবে । এমন বাতাবরণ বানাও যাতে সবাই এমন অনুভব করে যেন শান্তির কিরণ এসে লাগল । যখন তারা এটা এক সেকেণ্ড বা আধা সেকেণ্ডের জন্যও অনুভব করে, তারা সেটা বায়ুমণ্ডলে অনুভব করে ! বেশি সময়ের জন্য তাতে তারা স্থির হতে পারেনা । এক-আধ সেকেণ্ডের জন্য হলেও বায়ুমণ্ডল এইরকম হালকা হয়ে গেলে, তারা অন্তর্মন থেকে অনেক ধন্যবাদ জানাবে কারণ তারা চরম অস্থিরতার মধ্যে আছে । তাদের দেখে বাপদাদার করুণার উদ্রেক হয় । না তারা রাতে ঘুমাতে পারে না দিনে, আহারও ঠিকভাবে খেতে পারেনা । যেন তাদের ওপর ভারী বোঝা চেপে আছে । "কি হবে, কিভাবে হবে ?" এইরকম আত্মা যদি এক ঝলকও দেখতে পায় তবে তারা এটাকে কি করতে করবে ? তাদের কাছে তো এটা মনে হবে যেন সূর্য নীচে নেমে এসেছে । তারা শুধু ক্ষণিকদৃষ্টি চায় । তারা তো সেই শক্তিকে বেশী সময় ধারণও করতে পারবেনা । এটা তো মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের ব্যপার, তরঙ্গের আসা যাওয়ার মতো । এইটুকুই যদি অনুভব হয়, তাদের জন্য তাই বেশী । কারণ বৃথা পরিশ্রমে তারা ক্লান্ত । এমনকি সামান্য খড়কুটোর সহায়তাও তাদের কাছে অনেক । আচ্ছা ।

তোমাদের সংকল্প পূর্ণ হয়েছে ? বাচ্চাদের খুশিতেই বাবার খুশি । তোমরা সফলতা মূর্ত, তাই তো ! সাফল্য সবসময় তোমাদের সাথে আছে । বাবা যখন তোমাদের সাথে তখন সফলতা কোথায় যাবে ? যেখানে বাবা সেখানে সর্বসিদ্ধি ।

বিন্দু লাগাতে জানো নাকি বিন্দুর পরেও কোশ্চেন থেকে যায় ? দুনিয়ায় আজকাল এমন বিস্ফোরক ব্যবহার হয় যার সামান্য স্ফুলিঙ্গ বড় সাপের আকার নিয়ে নেয় । এখানেই বিন্দু লাগানো উচিত । সবকিছু বিন্দুতে অন্তর্লীন হয়ে যায় । যদি তাদের সংকল্পে দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে দেওয়া হয় তবে সেটা সাপ হয়ে যায় । দেশলাইও জ্বালিও না, তাহলে সাপও তৈরি হবে না ! বাপদাদা সর্বদা বাচ্চাদের খেলা লক্ষ্য রাখছেন । যা কিছু হয় তার মধ্যেই মঙ্গল নিহিত আছে । 'কেন' 'কি' - এইসবের কোনো প্রশ্ন থাকেনা । যা কিছু তোমার অনুভব করার ছিলো অনুভব করেছ । নিজেকে পরিবর্তন করেছ, সুতরাং, এখন সামনে এগিয়ে চলো । এর অর্থ হলো বিন্দু দেওয়া । সব বিদেশীদেরও এই খেলা সম্পর্কে জানিও । তাদেরও এইরকম কথা ভালো লাগে ।

(দাদীজী এবংদাদীচন্দ্রমণি বাবার পাশে বসে আছেন) : এটাই হলো বরযাত্রীর শোভা, বাবার বিশেষ শৃঙ্গার । তোমাদের সবার সামনে পরিবারের শৃঙ্গার কে ? এই দাদীজীরাই, তাই না ? তোমাদের সবার মনে বিশেষ এই আত্মাদের প্রতি বিশেষ কি সংকল্প থাকে ? তাঁরা চিরজীবী হোন । তাঁরা সদাসর্বদা তোমাদের সবাইকে অমর হওয়ার সহযোগ দিতে থাকেন । একজন দাদীর কিছু হলো তো সবার মনে সংকল্প চলতে থাকে সেই সম্পর্কে, তাই না ! স্থূলভাবে এই নিমিত্ত, ছত্রচ্ছায়ার মতো । বাস্তবে, তোমরা বাবার সুরক্ষিত ছত্রচ্ছায়ায় আছ, কিন্তু নিমিত্ত এই অনুভাবী আত্মারা মাস্টার সুরক্ষিত ছত্রচ্ছায়া । কখনও রোদে বা কখনও বৃষ্টিতে তোমরা ছত্রচ্ছায়াতেই তো যাও, তাই না ? তোমাদের যখন কোনো প্রবলেম হয় তখন তোমরা কি করো ? সাকারে তোমাদের তাঁদের কাছে যেতে হবে । বাবার সাথে মনখুলে অন্তরঙ্গ আলাপ তো করবেই, কিন্তু এখনও তোমরা মধুবনে পত্র লেখ, তাই না ! তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ মানুষ যখন এক্সকারশনে যায়, কিভাবে মাঝখানে মাঝখানে ছাতা লাগিয়ে তার মধ্যে চিত্ত বিনোদনের প্রোগ্রাম করে ! এখানেও এইরকমই । সব জায়গায় ছাতা লাগানো আছে । যখন কোনো প্রোগ্রাম হয় তখন মনোরঞ্জন অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করা হয় । মধুবনে তোমরা হাসতে, নাচতে, গাইতে থাকো । তাইতো বাপদাদাও আনন্দিত এই দেখে যে বাচ্চারা নিজেদের মধ্যে আনন্দ করছে । এই স্নেহ সবাইকে বাবার প্রতি আকৃষ্ট করে । ঠিক যেমন ইনি নিমিত্ত হয়েছেন তেমনই তোমরাও নিজেদের সর্বস্থানের ছাতা মনে করো । যার জন্য নিমিত্ত হবে, তারা যেন সেফটির সাধন পেয়ে যায় । তারা যেন নির্ভরশীল না হয়, কিন্তু তোমাকে তাদের সহায় হতে হবে । নিমিত্ত হয়ে সহায় হওয়া এবং সহায়তা করা এক জিনিস কিন্তু সহায়ক হয়ে দাতারূপে তাদের সহায়তা কোরোনা । নিমিত্ত হয়ে সহায় হওয়া আর দাতা হয়ে সহায়তা দেওয়ার মধ্যে প্রভেদ আছে । তুমি নিজেকে সহায় ভাবছ না, কিন্তু অন্যে যদি তোমাকে তার সহায় ভাবে তবুও তো উভয়েরই নাম উল্লিখিত হবে, তাই না ! যথার্থভাবে সেবা মনে করে নিমিত্ত হয়ে যদি সহায়তা দাও তবে সেই সহায়তাই তাদের উত্সাহ -উদ্দীপনা বাড়িয়ে দেবে এবং কোনো রিপোর্ট হবেনা । যাই হোক, অন্যেরা যখন তোমাকে তাদের সবকিছু মনে করে বা তোমাকেই তাদের একমাত্র সহায় মনে করে, তাকেই বলা হয়ে থাকে সহায় দাতা হয়ে সহায়তা করা । সেবা মনে করে সহায়কের সহায়তা দেওয়া আলাদা ব্যাপার । সুতরাং, তোমরা সবাই কোন্ জন ?

অন্তিমে সব পার্টধারী একসাথে স্টেজে আসবে, হয় তারা এই শরীর দ্বারা সেবাধারী অথবা অন্য শরীর দ্বারা সেবাধারী । সব পার্টধারীদের একসাথে স্টেজে আসা অর্থাত্ সমাপ্তির জয়জয়কার, কারণ তাদের পার্ট হলো গুপ্ত রূপে স্থাপনার কাজে সহযোগী হওয়ার পার্ট । তোমরা হলে প্রত্যক্ষ রূপে । তারা গুপ্তরূপে নিজের স্থাপনার পার্ট প্লে করছে, এখন প্রত্যক্ষ হওয়া যাবেনা, কারণ পর্দা ওঠার সময় হলে যখন সবাই এভার রেডি এবং সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, তখনই প্রত্যক্ষতা হবে । পর্দা সরলেই তো সমাপ্তি হবে, তাই না ! তোমরা সবাই এইভাবে প্রস্তুত হয়েছ তো ! পর্দা খোলার জন্য সবকিছু প্রস্তুত ? উত্তরাধিকারী-কোয়ালিটির মালা তৈরি হয়েছে এখন ? ১০৮-ও সম্পন্নতার খুব কাছে । তোমরা জানো, পুরোপুরি সম্পন্ন হতে হবে । এমনকি সময়ের হিসেবেও তোমরা সম্পন্নতার কাছে । এইরকম মনে করো ? তার লক্ষণ কি হবে ? মালার বিশেষত্ব কি হবে ? মালা যখন তৈরি হয়ে যায় তখন কি লক্ষণ দেখা যাবে ? তোমাদের মালার বিশেষত্ব হলো একে অপরের সংস্কারের কাছে হওয়া । মালার দানা পরস্পর পাশাপাশি জুড়ে যাওয়া । এইরকম প্রস্তুতি হয়েছে ? যে দানাই তুমি দেখ, যদি তা' ১০৮ তমও হয় তবুও বাকিদের সাথে একসঙ্গে মিলে আছে, তাই না ! তোমরা একসাথে

এইভাবেই জুড়ে আছ । সবাইকে এইরকম উপলব্ধি করাও, তোমরা সবাই মালায় গাঁথা সমান দানা । প্রশ্ন কোরোনা, সবার সংস্কার ভ্যারাইটি হওয়া সত্ত্বেও পরস্পরের কাছাকাছি কিভাবে হবে ? না ! ভ্যারাইটি সংস্কার হলেও তোমাদের নিকটস্থ হওয়া যেন দেখা যায় । ভ্যারাইটির আধারে নম্বর তো তৈরি হয়ে গেছে কিন্তু দানারা পরস্পরের কাছাকাছি তো ! মালা ততক্ষণ তৈরি হতে পারেনা যতক্ষণ দানারা পরস্পরকে ছুঁয়ে থাকেনা । এমনকি যদি একটা দানাও বেরিয়ে যায় তবে মালা খণ্ডিত হয়ে যাবে, বলা হবে এটা পূজার যোগ্য মালা নয় । দানা যদি একে অপরের থেকে দূরে থাকে তবেও বলা হবে এটা পূজ্য মালা নয় । ১০৮ তম দানাও যদি একটু দূরে থাকে তবে মালা রেডি হতে পারবেনা । আচ্ছা ।

বরদানঃ- সর্বশক্তিকে নিজের অধিকারে রেখে সহজ সফলতা প্রাপ্ত করে মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব

মাস্টার সর্বশক্তিমানের সীটে যত সেট হবে ততো এই সর্বশক্তি তোমার অর্ডারে থাকবে । যেমন, স্থূল কর্মেন্দ্রিয়কে যখন তুমি যে সময় যেভাবে অর্ডার দাও সেভাবেই তোমার অর্ডার অনুযায়ী কাজ করে । যদি এই সর্ব শক্তি এখন থেকে তোমার অর্ডারে থাকে তবে অন্তিমে সাফল্য প্রাপ্ত করতে পারবে, কারণ যেখানে সর্বশক্তি আছে, সেখানে জন্মসিদ্ধ অধিকার রূপে সফলতাও আছে ।

স্লোগানঃ- আকারী এবং নিরাকারী স্থিতিতে সহজস্থিত হতে হ'লে নিরহংকারী হও ।